দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি খন্দকার শওকত আলীর জানাজায় হাজারো মানুষের ঢল

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সমন্বয়ক কমিটির সদস্য হাজী খন্দকার শওকত আলী আর নেই। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে অসুস্থ হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন হাজী খন্দকার শওকত আলী। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে দর্শনা পৌর বিএনপির নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে দলীয় নেতাকর্মী, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা মরহুমের বাড়িতে ছুটে আসেন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান।

হাজী খন্দকার শওকত আলীর মৃত্যুতে জেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দর্শনা পৌর এলাকায় বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে হাজী খন্দকার শওকত আলীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর রাজনৈতিক অবদান দলীয় নেতাকর্মী ও স্থানীয় মানুষ দীর্ঘদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

মঙ্গলবার বাদ আসর দর্শনা বাজার মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় হাজারো মানুষ অংশ নেন। পরে দর্শনা মোবারকপাড়া কবরস্থানে বেদনাবিধুর পরিবেশে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

জানাজায় বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি ওহেদুজ্জান বুলা, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম

পিটু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি রফিকুল হাসান তনু, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হাশেম রেজা, উপজেলা সাবেক চেয়ারম্যান ফজলু রহমান, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান আহম্মেদ আলী, চুয়াডাঙ্গা বার কাউন্সিলের পিপি অ্যাডভোকেট শাহাজাহান মকুল, এপিপি আব্দুর রউফ, দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান, দর্শনা কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস ও সমন্বয়ক এনামুল হক শাহ মুকুল, সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন এবং সাংবাদিক শরীফ উদ্দীন।

এ ছাড়া জেলা, উপজেলা ও থানা বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন দর্শনা বাজার কমিটির সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন রতন এবং সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন।

ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম

শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে মানববন্ধন করেছে ঝিনাইদহ পৌরসভার বাসিন্দারা। রবিবার (১২ জুলাই) বিকাল ৪টায় শহরের পাগলাকানাই মোড়ে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে জলাবদ্ধ এলাকার বাসিন্দারা মানববন্ধন করেন।

তারা মানবববন্ধন থেকে ঝিনাইদহ পৌরসভাকে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, একদিনের বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ঝিনাইদহ পৌরসভার বেপারিপাড়া, পাগলাকানাই মোড়, উপশহরপাড়া, কাঠালবাগান, কাঞ্চনপুর, মোল্লাপাড়াসহ বিস্তৃর্ণ এলাকা।

দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থা, দীর্ঘদিন সংস্কার না করা ও যত্রতত্র অপরিকল্পিত প্লান পাসের মাধ্যমে অপরিকল্পিত নগর তৈরি এবং এই এলাকার পানি নিষ্কাসনের একমাত্র ডিঙ্গেমারা খালের দখলের কারণে এই

অঞ্চলে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। গতবছরও পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ জানালেও তারা কোন সুব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তারা বলেন, শুক্রবার রাতে একদিনের বৃষ্টিতেই মানুষের ঘরের মধ্যে পানি ঢুকে পড়েছে। ড্রেনের ময়লা পানি বৃষ্টির পানির সাথে মিশে বিস্তর এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এই এলাকার বাসিন্দারা পানি বাহিত রোগ ও নোংড়া পানির কারণে জনস্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কোন খোঁজখবর নেয়নি।

তারা বলেন, আমরা প্রতিবছর পৌরসভাকে হোল্ডিং ট্যাক্স সহ বিভিন্ন কর দিচ্ছি পৌরসভাকে কিন্তু পৌরসভা আমাদের উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জলাবদ্ধতা নিরসনে স্থায়ী পদক্ষেপ না নিলে তারা পৌরসভা ঘেরাও করার ঘোষণা দেন মানববন্ধন থেকে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাশার, সহসভাপতি ফকরুদ্দিন মুন্না, আনোয়ার হোসেন, এলাকার বাসিন্দা জিয়া উদ্দিন, ইনজামামুল হক, আসাদুজ্জামান, রইচ উদ্দিন।

এছাড়াও এই কর্মসূচিতে ভুক্তভোগী এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বেলগাছি এলাকার ভুক্তভোগী মিঠু আলী। এ ঘটনায় তিনি সোমবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত অভিযোগ করেন।

মিঠু আলী জানান, বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ১০৪৪ ও খারিজ খতিয়ান নং ২৫–৭৭১৯–সহ একাধিক দাগে মোট ৩.৫২ একর জমি তাঁদের পারিবারিক সরিকানা অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখলে রয়েছে। এই জমির ওয়ারিশসূত্রে তাঁরা আটজন অংশীদার।

তিনি আরও বলেন, আরএস ১০৪৪ নং খতিয়ানে মৃত কুবের মন্ডলের ছেলে ওমর আলী ও ঝুমর আলীর অংশ ছাড়াও শহিদুল, ঝড়ি বিবি, শাহেদা খাতুন, কফিরন নেছা, আফিরন নেছা ও রুপজান নেছার নাম নিয়মিতভাবে রেকর্ডভুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে খারিজ খতিয়ান ২৫–৭৭১৯–এ বিপ্লব হোসেন গং-এর নাম রয়েছে।

মিঠু আলীর অভিযোগ, ২০১১ সালে একই এলাকার শাহিন রেজা গোপনে আফিরন নেছার কাছ থেকে ১৬ শতক সরিকানা জমি ক্রয় করেন। পরে তিনি আদালতে দখলে পিটিশন মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তের দায়িত্ব পান আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হক। চলতি বছরের ২৮ আগস্ট সরেজমিন তদন্তে গেলে ভূমি কর্মকর্তা তাঁদের বা অন্যান্য অংশীদারদের না জানিয়ে একতরফাভাবে তদন্ত পরিচালনা করেন এবং প্রতিবেদন আদালতে পাঠান। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত বিবাদীপক্ষকে আবাদি ফসল (ধান) কেটে নেওয়ার অনুমতি এবং আগামী ৩০ নভেম্বর দুই পক্ষকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

মিঠু আলী অভিযোগ করেন, ভূমি কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কারণেই আমাদের বৈধ জমি অন্যপক্ষ কেটে নিচ্ছে। এতে আমরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছি।যাহাতে পূন:তদন্ত করে আমার জমির ফলানো ফসল ফিরে পাই এবং সুস্থ তদন্তের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সঠিক বিচার পাই তার জন্য আলমডাঙ্গা ভূমি কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মেহেরপুরে পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি’র মনোনয়নপত্র সংগ্রহ

আসন্ন মেহেরপুর পৌর ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে। গতকাল

বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন প্রার্থীরা।

পৌর বিএনপি’র সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন কাজী মিজান মেনন ও আব্দুল লতিফ। সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন নিয়েছেন আনিসুর রহমান, অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, আজমল হোসেন মিন্টু, বক্তিয়ার হোসেন ও আব্দুর রহিম।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদের মনোনয়ন নিয়েছেন মীর জাহাঙ্গীর হোসেন ও আবু ইউসুফ মিরন।

সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি পদে মনোনয়ন নিয়েছেন বাকা বিল্লাহ, লিয়াকত আলী ও ফয়েজ মোহাম্মদ। সাধারণ সম্পাদক পদের মনোনয়ন নিয়েছেন সাইদুল ইসলাম ও ওমর ফারুক লিটন। সাংগঠনিক সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন নিয়েছেন এ এম এম ফিরোজ, আব্দুল হামিদ খান ও সোহরাব উদ্দিন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ বৃহস্পতিবার। আগামী ৯ আগস্ট উভয় ইউনিটের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিল ৯ আগস্ট, তফসিল ঘোষণা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখা ও পৌর শাখার নির্বাহী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আগামী ৯ আগস্ট কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

এ উপলক্ষে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বিতরণ ও বিক্রয় ৩০ জুলাই, মনোনয়নপত্র জমা ৩১ জুলাই, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ৩১ জুলাই, প্রাথমিক খসড়া প্রার্থীতালিকা প্রকাশ ৩১ জুলাই, আপত্তি গ্রহণ ও আপিল ১ আগস্ট, আপিল শুনানি ও নিষ্পত্তি ১ আগস্ট, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২ আগস্ট, চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ ২ ও ৩ আগস্ট।

সম্মেলন ও ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে।
ভোটগ্রহণ শেষে সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

মেহেরপুরে পৌর পানি নিষ্কাশনের ড্রেনে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা আবর্জনা পায়নি

২১ বছর আগে নির্মিত মেহেরপুর জেলা শহরের কাথুলী সড়কে পৌরসভার ২১ বছর আগে নির্মিত ড্রেণে পৌরবাসীর অভিযোগে আবর্জনা তুলতে গিয়ে পরিচ্ছন্ন কর্মীরা কোন আবর্জনা পায়নি। ২১ বছর আগে নির্মিত পানি নিষ্কাশন ড্রেনটি এপর্যন্ত পরিষ্কার করা হয়নি।

৭ ফিট গভিরতার ড্রেণটি ৫ফিট মাটিতে ভরাট হয়ে গেছে। একটু বৃষ্টি হলেই আবাসিক পানি নিষ্কাশন ড্রেণ হয়ে বাসাবাড়িতে চলে যাচ্ছে ড্রেণের ময়লা পানি। পচা ও দূর্গন্ধযুক্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়ছে রোগ জীবানু। পৌর প্রশাসককে অভিযোগ করলে রোববার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা ভরাট উত্তোলন করতে গিয়ে কোন আবর্জনা না পেয়ে ফিরে আসে।

মেহেরপুর শহর ও আশপাশের এলাকায় অপরিকল্পিত ও নাজুক ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে দূর্ভোগের কবলে পৌরবাসী দির্ঘদিন ধরে। কোন কোন ড্রেণ প্রায় দুই যুগ পরিষ্কার করা হয়নি। ভরাট হয়ে গেছে সেসব ড্রেণ। আবাসিক পানি নিষ্কাশনের সংযোগ ওইসব ড্রেণে। ড্রেণগুলো ভরাট হবার কারণে বৃষ্টি হলেই ড্রেণের নোংরা পানি বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। রাস্তা-ঘাটও ড্রেণের নোংরা পনিতে সয়লাব হওয়াতে

পথচারীদের বিপাকে পড়তে হচ্ছে। যানবাহন চলাচলেও সৃষ্টি হচ্ছে চরম দুর্ভোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে সমস্যাটি চলমান থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। অপরিকল্পিত ড্রেন ও যুগ যুগ ধরে ড্রেণ পরিষ্কার না করায় বৃষ্টির সময় ড্রেণের পানি আবাসিক বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ওই ড্রেণের নোংরা পানি উঠে এসে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে, যা পথচারীদের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল হাকিম বলেন, “বৃষ্টি হলেই ঘর থেকে বের হতে ভয় লাগে। রাস্তার ওপর পানি ড্রেনের নৌংরা পানির দুর্গন্ধ।” আরেকজন ব্যবসায়ী জানান, “ ড্রেণ ভরাট হয়ে যাবার কারণে ড্রেণের পানি উপচে দোকানের সামনে জমে থাকে, ক্রেতা আসতেই চায় না। ব্যবসা মার খাচ্ছে।”

কাথুলী সড়কের মফিজুর রহমান অভিযোগ করেন। তাদের বাড়ির সামনের ২শ মিটার ড্রেণ ২১ বছর আগে নির্মিত হয়েছে। এপর্যন্ত একদিনের জন্যও পরিষ্কার করা হয়নি। ড্রেণটি এখন মশার প্রজনন কেন্দ্র হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এই সমস্যার মূল কারণ। মেহেরপুর শহরের অনেক এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণের সময় কোনো ধরনের পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়নি। আবার পুরোনো ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় ময়লা-আবর্জনায় আটকে থাকে, ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ড্রেন উপচে পড়ে। তাছাড়া পানি নিষ্কাশন ড্রেণ নির্মাণের আগে ড্রেণের লেবেল নক্সা প্রণয়ন করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে অপরিকল্পিতভাবে ড্রেণগুলো নির্মিত হয়েছে। ফলে ড্রেণে পানি আটকে থাকে। পৌর প্রকৌশলী বলছেন- ড্রেণ সংস্কারের পরিকল্পনা আছে।

এদিকে, সাধারণ মানুষ বলছেন, এমন আশ্বাস তাঁরা আগেও বহুবার শুনেছেন, কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। “শুধু পরিকল্পনা করে তো হবে না, বাস্তবায়ন দরকার। না হলে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি নেই,” বললেন ক্যাশব পাড়ার বাসিন্দা সালমা আক্তার। একই পাড়ার ইসমাইল হোসেন জানান, তাদের পাড়ার ড্রেণটি নির্মাণের একবছরের মধ্যে ভেঙ্গে পড়েছে। ফলে ড্রেণটি কোন উপকারে আসেনি। সরেজমিনে দেখা যায়, পৌর এলাকায় বিভিন্ন সড়কে কোন উপকারে না আসা পানি নিষ্কাশন ড্রেণ অন্তত ২০ কিলোমিটার।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে আধুনিক

ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তুললেই কেবল এই সমস্যা থেকে মুক্তি সম্ভব। পাশাপাশি পৌরবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার, এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি।

মেহেরপুর পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, “পৌর এলাকায় বিভিন্ন সময় নির্মিত ৪৩ কিলোমিটার ড্রেণ আছে। আমরা ড্রেন সংস্কারের পরিকল্পনা করছি। তবে বাজেট সীমিত হওয়ায় সব এলাকায় একসঙ্গে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি।” তিনি আরও জানান, জনগণের সচেতনতা এবং আবর্জনা ড্রেনে না ফেলার প্রবণতা বাড়ানো গেলে কিছুটা উপকার হতে পারে। পৌরসভার প্রশাসকের দায়ীত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম জানান- পৌর পরিচ্ছন্ন কর্মীদের আচরণ ভালো না। তিনি কাথুলী সড়কের ড্রেনটি পরিষ্কার করার জন্য কনজার্ভেটিভ ইন্সপেক্টর জহিরুল ইসলামকে জোর নির্দেশ দেন। রোববার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা এসে ২২ ফিট পর পর একঝুড়ি করে আবর্জনা তুলে ফিরে যায়।

হরিণাকুণ্ডুতে গণঅধিকার পরিষদের কর্মীসভা ও পৌর কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে গণঅধিকার পরিষদের পৌর শাখার আহবানে কর্মীসভা ও পৌর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (৮এপ্রিল) বিকালে সংগঠনটির পৌর শাখার কার্যালয়ে মকলেচুর রহমান টোকন মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাইদুর রহমান এর সঞ্চালনায় এ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে থেকে নেতা কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। কর্মীসভা শেষে উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে মকলেচুর রহমান টোকন মিয়াকে আহ্বায়ক ও সাইদুর রহমানকে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

নব-নির্বাচিত পৌর আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব পৌর সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে সকল নেতা কর্মীদের কাধে কাধমিলিয়ে কাজ করার আহব্বান জানান।

এছাড়া পৌর গণঅধিকার পরিষদের আয়োজনে আগামী ২৬ এপ্রিলের জনসভা প্রাণবন্তসহ সফল করতে একযোগে কাজ করার জন্য পৌর এলাকা ও উপজেলার আট ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতাকর্মীদের আহব্বান জানান।

গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে কমিটি গঠন

সাবেক কাউন্সিলর আসাদুজ্জামান আসাদকে সভাপতি এবং মিঠুন আহমেদকে সাধারণ সম্পাদক করে গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তফা কামাল, সহ-সভাপতি শরিফুদ্দিন, মহিবুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম (বিডিআর), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রতন বাদশা ও শরিফুল ইসলাম; সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফ হোসেন এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুল লতিফ।

গতকাল বিকেলে গাংনী উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে এ কমিটির নাম ঘোষণা করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইনসু, সদস্য মকবুল হোসেন মেঘলা এবং গাংনী পৌর বিএনপির পুনর্গঠন কমিটির সদস্য আখেরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে ফয়েজ মোহাম্মদ বলেন, “বিএনপির ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য প্রত্যেক নেতাকর্মীকে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। সকল ভেদাভেদ

ভুলে জনগণের কল্যাণে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।”

কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে জানালার গ্রিল কেটে চুরি

এক দিনের ব্যবধানে কোটচাঁদপুরে আবারও একটি কলেজে জানালার গ্রিল কেটে ভেতরে ঢুকে তছনছ করেছে চোরেরা। এ ছাড়া দিনের বেলায় দুর্ধর্ষ চুরিও হয়েছে একটি বাড়িতে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় পৌর মহিলা কলেজে।

জানা গেছে, এর আগের দিন সোমবার রাতে জানালার গ্রিল কেটে চোরেরা কোটচাঁদপুর সরকারি কলেজে হানা দেয়। তারা শিক্ষকদের লকার, ড্রয়ার ও আলমারি ভাঙচুর করে। তবে কি চুরি হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি কলেজ কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার দিনের বেলায় চুরির ঘটনা ঘটেছে কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর বাজারপাড়ার আব্দুল মতিন বিশ্বাসের বাড়িতে। চোরেরা ওই বাড়ির তিনটি ঘরের তালার ছিটকানি ভেঙে নগদ ৪৬ হাজার টাকা, পাঁচটি স্বর্ণের চেইন, পাঁচটি আংটি এবং এক জোড়া বালা নিয়ে গেছে। বাড়ির মালিক আব্দুল মতিন বিশ্বাস থানায় অভিযোগ করেছেন।

ওইদিন রাতেই (মঙ্গলবার) চোরেরা জানালার গ্রিল কেটে প্রবেশ করে কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে। তারা কলেজের বিভিন্ন কক্ষের লকার, ড্রয়ার ও আলমারি ভাঙচুর করে। তবে কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শরিফুজ্জামান তুহিন। তিনি বলেন, “আজ কলেজ ছুটির দিন ছিল। তারপরও আমি কলেজে এসেছিলাম। অফিস কক্ষের দরজা খোলার পর দেখি জানালার গ্রিল কাটা। এরপর অন্যান্য কক্ষ খুলে দেখি ভাঙচুরের চিত্র।”

তিনি আরও বলেন, “চোরেরা কী ধরনের ক্ষতি করেছে, তা জানতে কিছুটা সময় লাগবে। এরপরই ক্ষতির পরিমাণ বলা সম্ভব হবে।” এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শারমিন আক্তার জানান, এখন পর্যন্ত অন্য কোনো চুরির অভিযোগ থানায় আসেনি। তবে কলেজের ঘটনায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মাণ বন্ধ, নষ্ট কোটি টাকার মালামাল

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দল ও প্রতিহিংসার রাজনীতির রোষানলে পড়ে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ হয়ে আছে। চার বছর আগে আদালতের আদেশে নির্মান করা বন্ধ হলেও ঝিনাইদহ পৌর কৃর্তপক্ষ আইনের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

এদিকে ঝিনাইদহ পৌরসভার সুপার মার্কেটের নির্মাণকাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় নষ্ট হচ্ছে কোটি টাকার সম্পদ। সেই সাথে চলছে দখল বাণিজ্য। মার্কেটের সামনে রাতারিাতি দখল করে বিশেষ মহল গড়ে তুলেছে ২০টি দোকান। মার্কেটের কয়েক কোটি টাকার রডে জং ধরে মরিচা পড়ে গেছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগ সুত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৩০ মার্চ জাইকার অর্থায়নে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের নির্মান কাজ শুরু হয়। নির্মান কাজ চলা অবস্থায় ২০২০ সালের ৬ সেপ্টম্বর বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির মামলার (রিট পিটিশন নং ১২৪৪০/১৯) এর কারণে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার মার্কেটের নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। বাদী পক্ষের দাবী মার্কেটের জায়গায় একটি পার্ক ছিল।

সেখানে বাচ্চারা খেলতো। বহুতল মার্কেট তৈরী হলে পরিবেশের ক্ষতি হবে। আদালত ৬ মাসের মধ্যে সিএস ৭৮৪ দাগে অবস্থিত রাস্তা ও মসজিদ ব্যাতিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য নির্দেশ দেয়। মামলার বিরুদ্ধে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এসটি-এমইপি (জেভি) উচ্চ আদালতে

আপীল করলে বিজ্ঞ আদালত স্থিতিতাবস্থা জারী করে। গত চার বছর ধরে একই অবস্থায় মামলাটি পড়ে আছে। মামলার কারণে ঠিকাদারের দেড় কোটি টাকার সম্পদ পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে সেসময় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মেয়র মিন্টুর সঙ্গে স্থানীয় এমপি তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি, পৌর আ’লীগ নেতা বাবু জীবন কুমার বিশ্বাস ও সাবেক যুবলীগ সভাপতি মাহমুদুল ইসলাম ফোটনের বিরোধ থাকায় তারাই মুলত মার্কেট নির্মানের বিরুদ্ধে মামলার ইন্ধন যুগিয়েছে। কারণ হিসেবে পৌর নাগরিকরা মনে করেন, আ’লীগ নেতা ফোটনের “মকবুল প্লাজা” নামে একটি বহুতল ভবন নির্মানাধীন ঝিনাইদহ পৌরসুপার মার্কেটের সামনেই অবস্থিত। তার মার্কেটের সামনে এমন একটি অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট নির্মিত হলে আ’লীগ নেতা ফোটনের ব্যবসা লাঠে উঠতে পারে এমন আশংকা থেকে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতিকে দিয়ে এই রিট পিটিশন করা হয় বলে শহরজুড়ে কথিত আছে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীন মঙ্গলবার বিকালে জানান, পৌরসুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেতো। সেই সঙ্গে বাড়তো পৌরসভার আভ্যান্তরীন আয়। তিনি জানান সুপার মার্কেটটি ছিল অত্যাধুনিক। আশপাশের কোন জেলায় এমন শপিংমল নেই। মার্কেটের ডিজাইনে ছিল ১১৯টি পার্কিং লট, চলন্ত সিঁড়ি, লিফট ও হাই পাওয়ারের জেনারেটর। ঝিনাইদহ সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আহমেদ হোসেন জানান, উচ্চ আদালতে চলা মামলা নিম্পত্তি করে দ্রুত মার্কেটটির নির্মান কাজ শুরু করা হোক। সুপার মার্কেটটি নির্মিত হলে শহরের আভিজাত্যতা ফুটে উঠতো বলে তিনি মনে করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডেপুটি রেজিষ্টার আনোয়ার হোসেন জানান, রাজনৈতিক বিরোধের কারণে এমন একটি সৃষ্টি ধ্বংস করা ঠিক হয়নি। তিনি সুপার মার্কেটটির কাজ সম্পন্ন করার দাবী জানান।

ঝিনাইদহের তরুণ উদ্যোক্তা ফিরোজ আনোয়ার মাসুম জানান, আদালতের আদেশ মানতে হলে শুধু পৌর সুপার মার্কেটই নয়, আশপাশের বহু সরকারী স্থাপনা ভাঙ্গতে হবে। তারচে বরং পৌর কর্তৃপক্ষের উচিৎ হবে অন্য স্থানে একটি শিশু পার্ক তৈরী করে বিজ্ঞ আদালতের কাছ থেকে নতুন নির্দেশনা চাওয়া।